কুয়াকাটায় মাসুদ সাঈদীর ইস্তানবুল হোটেল নির্মাণে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা



ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ইস্তানবুল হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকার কথা জানিয়ে মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রকল্পটির চেয়ারম্যান পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য মাসুদ সাঈদী।

নির্মাণস্থলে নিষেধাজ্ঞার ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছে কুয়াকাটা পৌরসভা ও কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসন। এতে বলা হয়েছে, অনুমোদন ছাড়া স্থাপনা নির্মাণের কারণে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুজ্জামান এবং কুয়াকাটা পৌরসভার প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ইয়াসীন সাদেক।

কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী মৌজার এসএ ২৯২ নম্বর খতিয়ানে প্রায় ২১ একর ৬৬ শতক জমিতে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলছে। সেখানে মসজিদ ও কনভেনশন হল নির্মাণের পাশাপাশি অন্তত ছয় একর জমি উন্নয়ন ও সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

পৌরসভার প্রশাসক মো. ইয়াসীন সাদেক বলেন, অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণ আইনত দণ্ডনীয়। এ ছাড়া কুয়াকাটার মাস্টারপ্ল্যানে জমিটি রেলওয়ের স্থাপনার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এসব কারণে নির্মাণকাজ বন্ধ করা হয়েছে।

তবে প্রকল্পটির স্থানীয় প্রতিনিধি মো. মনির মুসুল্লী এশিয়া পোস্টকে বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেওয়া হয়েছে। ভবন নির্মাণের অনুমতি চেয়ে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে। কুয়াকাটা পৌরসভা থেকেও অনাপত্তিপত্র নেওয়া হয়েছে। এরপরও আপত্তি তোলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তাঁর দাবি।

প্রকল্পের জমির মালিকানা নিয়েও বিরোধ রয়েছে। বায়না করা জমির উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা দাবি করে স্থানীয় চার বাসিন্দা কাজলী বেগম, নাজমুন নাহার, মো. আসলাম ও মো. লিটন মিয়া পটুয়াখালীর যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানি মামলা করেছেন। মামলা চলমান থাকায় জমি বিক্রির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন নেওয়ার শর্ত দিয়েছে রেজিস্ট্রি অফিস।

এ ছাড়া কুয়াকাটার বালিয়াতলীর হাড়িপাড়া রাখাইন পল্লির বাসিন্দারাও জমিটির মালিকানা দাবি করেছেন। গত ২১ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে বোচান নামে এক বাসিন্দা দাবি করেন, উত্তরাধিকারসূত্রে জমিটির মালিক রাখাইন সম্প্রদায়। তাঁর অভিযোগ, সিএস, আরএস ও এসএ রেকর্ডে তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম থাকলেও সেখানে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে।

কোম্পানি নিবন্ধনের তথ্য অনুযায়ী, ইস্তানবুল হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী। কোম্পানিটির ২০ হাজার শেয়ারের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিএম এমদাদুল হক এবং পরিচালক মো. আবু তৈয়ব ও হাফিজুর রহমানের প্রত্যেকের নামে পাঁচ হাজার করে শেয়ার রয়েছে। অর্থাৎ চারজনের প্রত্যেকের মালিকানা ২৫ শতাংশ।

এর আগে হোটেলটির বিনিয়োগ ও জমির পরিমাণ নিয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এশিয়া পোস্ট। প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকল্পটির অনুমোদনসংক্রান্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে কাজ শুরু করে প্রশাসন।